প্রথম আলো

পত্রিকা ... 18 JAN 2010
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম...২

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

শিক্ষার্থীরাই ধরিয়ে দিলেন গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আসামি শিক্ষককে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর উত্তরার কলেজ অব এভিয়েশন টেকনোলজি কলেজের অধ্যক্ষ সুমন সরকারের বিরুদ্ধে বেশ কয়েক দিন আগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। তবে পুলিশ এত দিন তাঁকে ধরতে পারেনি। গতকাল রোববার প্রেসক্লাবে শিক্ষার্থীরাই তাঁকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। তবে পুলিশ দাবি করছে, গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আদেশ না পাওয়ায় তারা সুমন সরকারকে গ্রেপ্তার করেনি। কিন্তু শিক্ষার্থীদের দাবি, তাঁরা উত্তরা থানায় গিয়ে পরোয়ানার কাগজপত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ সুমনের বিচার দাবি করে বলেন, এ অধ্যক্ষ বিমান চালনা বিদ্যায় প্রকৌশলী (অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) বানানোর কথা বলে তাঁদের কাছ থেকে পাঁচ-ছয় লাখ টাকা করে নিয়েছেন। পরে তাঁরা জানতে পারেন, স্নাতকের পরিবর্তে এখানে তাঁদের ডিপ্লোমা ডিগ্রি দেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করায় অধ্যক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এবং করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে কলেজের ছাত্র শহীদুল্লাহ তুষার, হারুনুর রশীদ, মোহাম্মদ তৌহিদ, সব্যসাচী ও বিজয়ী রাজসহ ৪০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন চলাকালে শিক্ষার্থীরা খবর পান, অধ্যক্ষ সুমন তিন সহকর্মীসহ প্রেসক্লাবের সামনে আছেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা সংবাদ সম্মেলন ছেড়ে দ্রুত রাস্তায় গিয়ে তাঁকে ধরে প্রেসক্লাবের তৃতীয় তলায় নিয়ে যান।

এ সময় শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের কাছে জানতে চান, কেন বিএসসি অনার্স দেওয়ার কথা বলে তাঁদের ডিপ্লোমা দেওয়া হচ্ছে? কেন তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে? কেন তাঁদের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ মামলা করছেন। অধ্যক্ষ এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে শিক্ষার্থীদের বলেন, 'বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের পরিণতি ভালো হবে না।'

খবর পেয়ে শাহবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ সময় শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষকে ঘিরে প্রেসক্লাবে বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশ অধ্যক্ষকে নিয়ে যেতে চাইলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকার পরও উত্তরা থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেনি। কাজেই পুলিশ তাঁকে নিয়ে ছেড়ে দেবে। তবে পুলিশ জোর করেই অধ্যক্ষকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যায়।

শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁরা গত বছর এভিয়েশন টেকনোলজিতে ভর্তি হন। কিছুদিন পর তাঁরা জানতে পারেন, কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত নয়। জবাব চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, স্নাতক নয়, এখন ডিপ্লোমা সনদ দেওয়া হবে। বিদেশে গিয়ে স্নাতক ডিগ্রি নিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সম্পর্কে অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না থাকলেও বিদেশ থেকে ছাত্ররা ডিগ্রি নিতে পারবেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন, তাঁর যা বলার আদালতেই বলবেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, ইদ্রিস নামের একজনকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা উল্লেখ করে অধ্যক্ষ তাঁদের হুমকি দেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তাঁরা উত্তরা থানায় গিয়ে ব্যবস্থা নিতে বললেও পুলিশ কিছু করেনি। এর মধ্যে পাঁচটি মামলায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।